আজকের কাগজ

তারিখ 29 JAN 1993
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৭

102

বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ব্যাপক ভাংচুর

❑ *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজে চরম উত্তেজনা*

❑ *কাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ধর্মঘট*

কাগজ প্রতিবেদক ঃ ট্রেনের ধাক্কায় আহত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে গতকাল একদল বিক্ষুব্ধ ছাত্র ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ব্যাপক ভাংচুর করেছে। হামলা চলাকালে কর্তব্যরত অফিসারসহ দু'জন পুলিশ ও মেডিকেলের একজন ব্রাদার স্টাফ আহত হয়েছে। পুলিশ উত্তেজিত ছাত্রদের ছত্রভঙ্গ করতে কমপক্ষে ১০ রাউন্ড কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করেছে। এই ঘটনার প্রতিবাদে আগামীকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ধর্মঘট, রোববার ঢাকা মেডিকেল ঘেরাওয়ের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে।

নিহত ছাত্রের নাম ইউসুফ আলী শেখ, সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের তৃতীয় বর্ষ সম্মান শ্রেণীর ছাত্র। সে সূর্যসেন হলের ২২৩ নম্বর কক্ষে থাকতো। তার পিতার নাম হাফিজ উদ্দিন। গ্রামের বাড়ি ভাওয়াল জামালপুর, থানা কালিগঞ্জ, গাজীপুর।

সকাল ৯টায় ইউসুফ আলী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের "ক্ষণিকা" বাসে ওঠার জন্যে রিলক্ষেত রেল লাইন অতিক্রম করার সময় রাজশাহীগামী পদ্মা এক্সপ্রেসের ধাক্কায় গুরুতরভাবে আহত হয়। আহত অবস্থায় তাকে ক্ষণিকা বাসে করে সকাল সাড়ে ৯টার দিকে প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল সেন্টারে এবং পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে জরুরি বিভাগে নিয়ে আসা হয়। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত ডাক্তার জামশেদ আহত ছাত্রকে পরীক্ষা করার পর মৃত বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু আহত ছাত্রের সঙ্গে আসা অন্যান্য ছাত্ররা "মারা যায়নি" বলে দাবি করে। ছাত্ররা ডাক্তারকে আবারো পরীক্ষা করার জন্যে চাপ দিতে থাকে। এক পর্যায়ে ছাত্রদের মধ্যে একটি গ্রুপ উত্তেজিত হয়ে ওঠে। প্রত্যক্ষ দর্শীরা জানায়, বিক্ষুব্ধ একদল তরুণ হঠাৎ "নারায়ে তাকবীর আল্লাহ আকবর" শ্লোগান দিয়ে হাসপাতালের ভেতরে প্রবেশ করে ভাংচুর শুরু করে। কর্তব্যরত ডাক্তার ব্রাদার স্টাফকে 'ব্রট ডেড' খাতায় মৃতের তালিকাভুক্ত করার নির্দেশ দিয়ে চলে যাওয়ার সময় উত্তেজিত ছাত্ররা ব্রাদার স্টাফকে মারধর ও ডাক্তারকে লাঞ্ছিত করার চেষ্টা করে। ছাত্ররা দাবি করে যে, ডাক্তারের অবহেলার কারণেই ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। কেউ কেউ বলে যে, আহত ছাত্রের শরীর তখনও গরম ছিলো।

বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা বিভিন্ন শ্লোগান দিয়ে অভ্যর্থনা কক্ষ ইমার্জেন্সি মেডিকেল অফিসারের কক্ষ, আসবাবপত্র, টেলিফোন সেট ভাংচুর করে। উত্তেজিত ছাত্ররা হাসপাতালের ভেতরে ঢুকে। বিভিন্ন ওয়ার্ডের জানালা ও দরজার কাচ ভেঙ্গে ফেলে। ঘটনার আকস্মিকতায় হাসপাতালে ডাক্তার, রোগী, নার্স ও কর্মচারিদের ভেতর আতংক ছড়িয়ে পড়ে। অনেকে দৌড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে থাকে। বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে ছাত্রের মৃত্যুর ঘটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছুলে শত শত ছাত্র মেডিকেল কলেজে চলে আসে। তারা মৃত ছাত্র ইউসুফের লাশ নিয়ে যেতে চাইলে পুলিশ বাধা দেয়। এ সময় পুলিশের প্রতি ইটপাটকেল নিক্ষেপ হতে থাকে। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কমপক্ষে ১০ রাউন্ড কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে। এ সময় দারোগা আব্বাস আলী ও কনস্টেবল মোহাম্মদ হোসেন আহত হয়। এক পর্যায়ে হাসপাতালের কর্মচারিদের কোয়ার্টার থেকে লাঠিসোঁটা হাতে কিছু লোক বেড়িয়ে এসে ছাত্রদের তাড়া করে।

এদিকে মৃত ছাত্র ইউসুফের ময়না তদন্তকারী ডাক্তার তেজেন চন্দ্র দাস জানান, দুর্ঘটনায় ছাত্রের মাথার করোটির "প্যারাইটাল বোন" টি ভেঙ্গে গিয়ে মস্তিষ্কে আঘাত করে এবং মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ ঘটে। অন্যদিকে লিভার ফেটে অন্তস্থঃ রক্ষরণ হয়ে ইউসুফ মারা গিয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন। আজ ময়না তদন্তের রিপোর্ট চূড়ান্ত করা হবে বলে জানা গেছে।

নিহত ছাত্রের নামাজে জানাজা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। এদিকে গতকাল ঢাকা মেডিকেলে ভাংচুর ও ডাক্তার কর্মচারিদের ওপর হামলার প্রতিবাদে আজ হাসপাতালের ডাক্তার নার্স, তৃতীয় চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারিরা কালো ব্যাজ ধারণ ও আগামী কাল ৮টা থেকে ১২টা পর্যন্ত হাসপাতালে প্রতীক ধর্মঘট আহবান করেছে।